প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 21 ● Bardhaman ● 15 April 2026 ● Rs. 2.00 (Four Pages)

এক নজরে

● "আমি সমর হাজরা বামফ্রন্ট সরকারের ২৫ বছরের এমএলএ ছিলাম। আমায় যদি কেউ চোর বলতে পারে আমি আমার প্রার্থী পদ প্রত্যহার করে নেব", রবিবার সন্ধ্যায় বাহাদুরপুরের পথসভা থেকে প্রত্যয়ী মন্তব্য করলেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী সমর হাজরা।

● "বালির টাকা খেয়ে খেয়ে পেট মোটা হয়ে গেছে। আর আজকে বলছে আমরা উন্নয়ন করবো। কি করলে এতদিন ? কোন্ কাজটা করেছ ? ", জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী সমর হাজরার সমর্থনে বাহাদুরপুরের পথসভা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএম নেতা অয়নাংশু সরকার।

● "জেতার ব্যাপারে আমি একশো শতাংশ আশাবাদী। আমি জামালপুর কেন্দ্র থেকে জিতবই", বাহাদুরপুর এলাকায় প্রচারের মাঝে খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিকের মুখোমুখি হয়ে প্রত্যয়ী মন্তব্য করলেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী সমর হাজরা।

● শিবাইচণ্ডী সবজি বাজারের আধুনিকীকরণ সহ ধনেখালিবাসীর জন্য ১০ টি অঙ্গীকার করলেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র।

● একবার বলছেন এআই দিয়ে বানানো ভিডিও,তার পরেই আবার নিজ মুখেই স্বীকার করছেন ভিডিও'র সত্যতা,১৯ মিনিট কি ৫১ মিনিটের ভিডিও সেটা বড় কথা নয়। হুমায়ূনবাবু, আপনি এক মুখে কত রকম কথা বলেন ?

● সাতাশ লাখ'কে সাইটে রেখে ভোট করবেন ভাবছেন,কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলার প্রায় চব্বিশ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এবার ভোট দিতে রাজ্যে ফিরে আসছে।অঙ্ক খুব জটিল,যা ভাবছেন তা হবে না। পিচ কিন্তু মোটেও ভালো নয়।লড়াই কিন্তু ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। সারাদিন শুধু তৃণমূল-বিজেপি'র বাইনারি তৈরির চেষ্টা করলে হবে না, লড়াইয়ের ময়দানে কিন্তু আরও দল আছে মাথায় রাখতে হবে।যা ভাবছেন তা নাও হতে পারে।যত দিন যাচ্ছে ততই পরিবর্তন হচ্ছে মাঠের চরিত্র। তাই ওভার কনফিডেন্স একদমই নয়। কাল হতে পারে ওভার কনফিডেন্স।

● আলুতে সর্বস্বান্ত ভেঙে পড়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বর্তমানে সংসার চালাতে মা বোনেদের বড় ভরসা রেশনের

(এরপর চারের পাতায়)

মসনদের লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন - ভোটের দামামা বেজে গেছে। ভোট ময়দানে নেমে পড়েছে ছোট বড় সব রাজনৈতিক দল। মানুষের সরকার। জেনারেল কাস্ট মহিলারা যারা ১০০০ টাকা করে পেতেন এখন তারা পাচ্ছেন ১৫০০

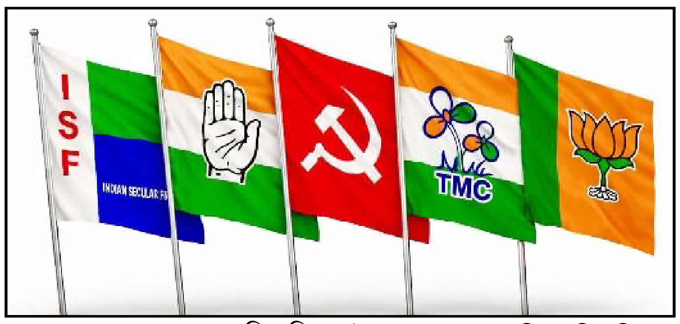

জোর কদমে চলছে প্রচার।প্রতিশ্রুতির বন্যা বইছে। এ বলে আমায় দেখ,ও বলে আমায় দেখ। ভোট ঘোষণার আগেই লক্ষীর ভান্ডার ৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি করেছে মমতা ব্যানার্জি'র মা মাটি টাকা করে,আর এসটি এসসি মহিলারা এখন প্রতিমাসে পাচ্ছেন ১৭০০ টাকা করে।তৃণমূল বলছে আজীবন পাবেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,কোনো চিন্তা

(এরপর চারের পাতায়)

১০ টি অঙ্গীকার নিয়ে ভোটের ময়দানে অসীমা পাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালিবাসীর জন্য ১০ টি অঙ্গীকার নিয়ে এবারে ধনেখালি বিধানসভার অন্তর্গত ফুটবল মাঠের আধুনিকীকরণ করা হবে, সমগ্র

ভোটের প্রচারে নেমেছেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র।রবিবার কানানদীতে দলীয় কর্মী সভায় ১০ টি প্রতিজ্ঞা সম্বলিত অঙ্গীকার স্তম্ভ উন্মোচন করেন তিনি। ভরা কর্মী সভায় অঙ্গীকার স্তম্ভ উন্মোচন করে অসীমা পাত্র বলেন, নির্বাচনে জিতলে শিবাইচণ্ডী সবজি বাজারের আধুনিকীকরণ করা হবে, ধনেখালি বিধানসভা এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করা হবে,ধনেখালি থেকে দীঘা পর্যন্ত একটি সাপ্তাহিক সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হবে, গুড়াপ,ভাস্তাড়া এবং খাজুরদহ মেলকী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অস্থি সমারহ বিশ্রাম ঘর এবং জায়ের স্থান স্থাপন

(এরপর চারের পাতায়)

ধামসা মাদল সহ মিছিল সহকারে চুঁচুড়া ডিএম অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট এবং আইএসএফ সমর্থিত লিবারেশন প্রার্থী রুমা আহেরী।

মানুষের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি সমর হাজরার

নিজস্ব প্রতিবেদন - তৃণমূলের চুরি দুর্নীতির কথা নয়,জিতলে তিনি কি করবেন মানুষের কাছে সেকথাই বলছেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী সমর হাজরা।তিনি বলেন, "তৃণমূলের চুরি দুর্নীতি নিয়ে আমি বেশি কিছু বলবো না।মানুষ তাদের অভিজ্ঞতায় সব কিছু দেখছেন। এরা ইট, বালি,পাথর রাস্তা,পায়খানার টাকা,গরীব মানুষের আবাসনের টাকা,১০০ দিনের কাজের টাকা লুট করেছে।" তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেন,"আমি সমর হাজরা বামফ্রন্ট সরকারের ২৫ বছরের এমএলএ ছিলাম।আমায় যদি কেউ চোর বলতে পারে আমি আমার প্রার্থী পদ প্রত্যহার করে নেব।" রবিবার বাহাদুরপুর এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "ক্ষমতায় এলে প্রথমেই মানুষের

গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়া হবে। শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়েদের জন্য নতুন কলকারখানা তৈরি করতে হবে।প্রত্যেকটা পরিবারের একজন সদস্যের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। ক্ষমতায় এলে আমরা নদীর ওপর দিয়ে পারাপারের সেতু তৈরি করবো।যা কিছু সুযোগ সুবিধা বহাল আছে,ভাতা চালু আছে সবটাই বহাল রেখে আরও কিছু

(এরপর চারের পাতায়)

জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে জামালপুরে রোড শো করলেন বীরভূমের সাংসদ অভিনেত্রী শতাব্দী রায়।

ধনেখালি ব্রাহ্মণপাড়া থেকে সোমসপুর শ্যামসুন্দরতলা পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার করলেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী দাস। প্রচারের মাঝে পথ চলতি মানুষজনের অনুরোধে সেলফিও তুললেন বর্ণালী।

খানাকুলে বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী সাদ্দাম হোসেনের সমর্থনে নওসাদ সিদ্দিকীর রোড শোয়ে জনতার ঢল।

খবর সোজাসুজি
Volume-3 ● Issue- 21 ● 15 April, 2026

প্রসঙ্গ এসআইআর

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র অজুহাতে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশানে থাকা লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে বাদ দিয়ে যেভাবে ভোটের তোড়জোড় শুরু হয়েছে তা ভোটের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। নামের সামান্য বানান ভুল অথবা বাবার সঙ্গে ছেলের বয়সের পার্থক্য,কিংবা ছ'ভাই বোনের অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে এভাবে কি লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া যায় ? কোন্ আইনে বলা আছে ছয় কিংবা তার বেশি ভাইবোন হলে ভোটাধিকার থাকবে না বা নাগরিকত্ব চলে যাবে ? এটা কি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ? এসআইআর শুরুর আগে তো এসব কথা বলা হয় নি। তাহলে কোথা থেকে কি কারণে আমদানি করা হল লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি,স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট তৈরি করার জন্য না বৈধ ভোটারকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য ? সকল বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট তৈরি করা তো নির্বাচন কমিশনের কাজ। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে যদি একটাও বৈধ ভোটার বাদ যান তাহলে তার দায় তো নির্বাচন কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিতেই হবে।লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'তে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষ বিডিও অফিসে হেয়ারিংয়ে উপস্থিত হয়ে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট জমা দেওয়া সত্ত্বেও সব ডকুমেন্ট নির্বাচন কমিশনের সাইটে আপলোড করেননি ইআরও এবং এইআরও'রা,অভিযোগ। আর সেকারণেই আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।কারণ সাইটে আপলোডের কাজ তো আর নির্বাচন কমিশনার করেননি,করেছেন বিডিও অফিসের কর্মীরা।তাই সব দোষ নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে হাত তুলে দিলে চলবে না।দায় তো ইআরও এবং এইআরও'দেরও নিতে হবে।আপনাদের গাফিলতির কারণেই আজ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষ আপনাদের হাতে সব সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিয়ে এল,আর আপনারা সেগুলো সব নির্বাচন কমিশনের সাইটে আপলোডই করেননি বলে অভিযোগ। কারো ক্ষেত্রে হেয়ারিং নোটিশের সাথে কেবলমাত্র আধার কার্ড আপলোড করা হয়েছে,কারো ক্ষেত্রে হেয়ারিং নোটিশ আপলোড করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।আর তারই ফল ভুগতে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষকে।লিঙ্কেজের ডকুমেন্ট দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে আপলোড করাই হয়নি বলে অভিযোগ।আর এর জন্য বিবাহিত মুসলিম মহিলাদের বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে, তাদের নামই বেশি বাদ যাচ্ছে। এটা কি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়েছে,না অনিচ্ছাকৃত ভুল ? কেন কেবলমাত্র মুসলিম ভোটারদের নামই বেশি বাদ যাচ্ছে ? ডকুমেন্ট আপলোডের কাজ তো বিডিও অফিস থেকে হয়েছে,তাহলে আক্রমণের নিশানা কেবলমাত্র জ্ঞানেশ কুমারের দিকে কেন ? জ্ঞানেশ কুমার তো আর ডকুমেন্ট আপলোডের কাজ করেননি। আপনারাই তো ডকুমেন্ট আপলোডের কাজটা করেছেন। ঠিক ভাবে আজ যদি ডকুমেন্ট আপলোডের কাজটা করতেন তাহলে তো লক্ষ লক্ষ মানুষকে আজ হয়রানির শিকার হতে হতো না।নির্বাচন কমিশনের সাইটে হেয়ারিংয়ে জমা দেওয়া সব ডকুমেন্ট আপলোড না থাকায় আন্ডার অ্যাডজুডিকেশান থেকে অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে বলে অভিযোগ।তাই বিষয়টি শুধু নির্বাচন কমিশনারের দিকে ঠেলে দিয়ে দায় ঝেড়ে ফেললে হবে না,দায় আপনাদেরও নিতে হবে।

ভোটের প্রতিশ্রুতি

বিজেপি বলছে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে,১০০ দিনের কাজ চালু করা হবে।কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে,অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে হবে কেন ? মহিলাদের মাসে মাসে তিন হাজার টাকা করে দেবার ইচ্ছা থাকলে এখনই তো দেওয়া যায়।দেশ চালাচ্ছে তো বিজেপি,তাহলে অসুবিধা কোথায় ? সারা দেশের মহিলাদের অ্যাকাউন্টেই তিন হাজার টাকা করে এখন দেওয়া হচ্ছে না কেন ? ভোটের আগে এটা ললিপপ নয় তো ? আর দুর্নীতির ধুয়ো তুলে ১০০ দিনের কাজ তো রাজ্যে বিজেপিই বন্ধ করে রেখেছে।চালু করার ইচ্ছা থাকলে চালু করুন,অসুবিধা কোথায় ? যারা চুরি করেছে তাদের শাস্তি দিন,সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পেটে লাথি মারছেন কেন ? দেশের ক্ষমতায় যখন আছেন তখন রাজ্যে ক্ষমতায় না থাকলেও তো অন্নপূর্ণা ভান্ডার আর ১০০ দিনের কাজ চালু করতে পারেন, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে করবো বলার দরকার কি ? ভোটের আগে দেওয়ালে তো লিখলে হবে না ক্ষমতায় এলে করবো,সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যখন আছেন তখন সারা দেশের জন্য বাস্তবে করে দেখান।তাহলেই বাংলার মানুষ আপনাদের ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখবে,শুধু প্রতিশ্রুতিতে চিঁড়ে ভিজবে না।

নাকা চেকিংয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে জোরদার নাকা চেকিং পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের।যেকোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সদা সতর্ক পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি শিফটে লোচন দাস সেতু নাকা চেকিং পয়েন্টে এসএসটি (SST) চলাকালীন, মঙ্গলকোট থানার এএসআই উত্তম কুমার পাল,মঙ্গলকোট গ্রাম ও থানার বাসিন্দা সেখ মহিরউদ্দিন কামাল মারজিতের পুত্র এসকে ইফতিকার রহমানের কাছ থেকে দু'লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারশো (২,৭৬,৪০০/-) টাকা উদ্ধার করেন,যিনি এর সপক্ষে কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। তদনুসারে, এসএসটি ম্যাজিস্ট্রেট সুপ্রতীম নায়েক (বিওয়াইও, মঙ্গলকোট)-এর উপস্থিতিতে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া বজায় রেখে অর্থটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

ভিড় বাড়ছে লাল ঝান্ডার নিচে

নিজস্ব প্রতিবেদন - জামালপুরে এবারে ত্রিমুখী লড়াই।তৃণমূল আর

বিজেপির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে সিপিএম।প্রচারে রীতিমতো ঝড় তুলছেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী সমর হাজরা।পঁচিশ বছর জামালপুরের বিধায়ক ছিলেন সমর হাজরা,কিন্তু নেই কোনো নিজস্ব গাড়ি,নেই চোখ ধাঁধানো বাড়ি।একদম সরল, সাদাসিধে মাটির মানুষ।তৃণমূলের রমরমা বাজারেও ২০১৬ সালে জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছিলেন তিনি।সমর হাজরার সাদা মাটা জীবন যাপনই মানুষকে আকর্ষণ করছে বেশি।ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে লাল ঝান্ডার নিচে ভিড় তত বাড়ছে।জামালপুরে এবারের নির্বাচনে সিপিএম যে একটা ফ্যাক্টর সেকথা বলাই যায়।ভোট কাটাকুটির খেলায় শেষ পর্যন্ত জিতবে কে সেটাই এখন দেখার।

নমিনেশন জমা দিলেন সিঙ্গুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বেচারাম মান্না এবং হরিপাল বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করবী মান্না।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযান হুগলি গ্রামীণ পুলিশের।গত ৩ মাসে সিঙ্গুর সহ হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অন্তর্গত থানা এলাকা থেকে ২৩৪৬৮ লিটার চোলাই মদ এবং ২৮৬৭৯৫ লিটার মদ তৈরির উপকরণ বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করা হয়েছে বলে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির পাশে অসীমা পাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন - বৃহস্পতিবার সাটিথানে নির্বাচনী প্রচারে যাবার পথে কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র।আবারও দেখা গেল অসীমা পাত্রের মানবিক

মাজিনানের কাছে পথ দুর্ঘটনায় আহত বাইক আরোহীদের দেখে থমকে দাঁড়াল অসীমা পাত্রের গাড়ি ! গাড়ি থেকে নেমে এসে আহত ব্যক্তিদের শুশ্রুষা করে নিজের গাড়িতে করে ধনেখালি হাসপাতালে নিয়ে এলেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মুখ।পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ালেন তিনি,ভোটের প্রচার ছেড়ে সোজা ছুটলেন হাসপাতালে।মাজিনানের কাছে বাইকের পিছনে বেপরোয়া লরির ধাক্কা মারার ফলেই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

উত্তরপাড়ায় লড়াইটা এবার তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে তত প্রচারে ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে উত্তরপাড়ার বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখার্জী।

বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মমতা ব্যানার্জি।

মহেশ্বরপুর থেকে খরসাট হয়ে নতুনগ্রাম এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করলেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট এবং আইএসএফ সমর্থিত লিবারেশন প্রার্থী রুমা আহেরী।

জাড়গ্রাম অঞ্চলের মাধবপুর এবং আটপাড়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিক,সঙ্গে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মেহেমুদ খাঁন।

নমিনেশন জমা দিলেন ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী নওসাদ সিদ্দিকী।

পুরশুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ।

সেখ মুজাফফর আলি ওরফে মাজা'র সমর্থনে হরিপালে নির্বাচনী সভায় নওসাদ সিদ্দিকী।

"ধর্ম রক্ষার জন্য কাউকে ডাকতে হবে না", জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের সমর্থনে রোড শোয়ে মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়।

"এই অস্থিরতা অনিশ্চয়তা পরিকল্পনা মাফিক তৈরি করা হচ্ছে", এসআইআরে বাদ যাওয়া বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার লিস্টে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে জামালপুর বিডিও অফিসে অনুষ্ঠিত বামেদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে বিজেপি এবং তৃণমূলকে নিশানা করে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএমের যুব নেতা অয়নাংশু সরকার।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখার্জী।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখার্জী সহ শ্রীরামপুর,চাঁপদানি,চণ্ডীতলা এবং জাঙ্গীপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থীরা।

গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র

"তৃণমূলের বড় অপরাধ হচ্ছে পশ্চিমবাংলায় বিজেপিকে ডেকে আনা", এসআইআরে বাদ যাওয়া বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার লিস্টে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে জামালপুর বিডিও অফিসে আয়োজিত বামেদের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সমর ঘোষ।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বর্ণালী দাস।প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা কর্মী সমর্থকদের মধ্যে।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রামেন্দু সিংহরায়।

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী সমর হাজরা।

দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট সমর্থিত লিবারেশন প্রার্থী রুমা আহেরী।

বলাগড় এবং পান্ডুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন ধাড়া এবং সমীর চক্রবর্তীর সমর্থনে বলাগড়ে বুধবার নির্বাচনী জনসভা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি।

(প্রথম পাতার পর)

মসনদের লড়াই

নেই ।অন্যদিকে বিজেপি বলছে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে অন্নপূর্ণা ভান্ডারে মা বোনেদের প্রতিমাসে ৩০০০ টাকা করে দেওয়া হবে ।আবার বামফ্রন্ট বলছে, প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যের স্থায়ী কাজ এবং ষাটোর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি মাসে ৬০০০ টাকা করে দেওয়া হবে বার্ধক্য ভাতা ।প্রচারে ঝড় তুলছে আইএসএফ ।কংগ্রেসও এবার একা লড়াই করছে ।যে যার মতো প্রচার করছে ।বিজেপি তো স্লোগান তুলছে পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার। গ্রামের খেটে খাওয়া গরীব মধ্যবিত্ত মানুষ কিন্তু বিজেপির কথা ঠিক মতো গিলছে বলে মনে হচ্ছে না ।তাদের অনেকেই বলাবলি করছেন,বিজেপির জন্যই তো রাজ্যে দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে বন্ধ একশো দিনের কাজ ।দুর্নীতির অভিযোগ তুলে একশো দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোনো বরাদ্দ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার ।দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার শিকার পশ্চিমবঙ্গ। বিভিন্ন অজুহাতে একশো দিনের কাজ,আবাস যোজনা,জল জীবন মিশন সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ।একদম বিমাতৃসুলভ আচরণ ।রান্নার গ্যাসের দাম আবার দিন দিন বাড়ছে ।জ্বালানির আঁচ আজ মানুষের হেঁসেলে এসে পড়েছে ।সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন অজুহাতে বার বার লাইনে দাঁড় করাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ।চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন মানুষজন ।এরাই কিনা এখন বলছে বাংলায় ক্ষমতায় এলে সোনার বাংলা গড়বো ।দুর্নীতির ধুয়ো তুলে বাংলার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের পেটে লাথি মেরে এখন সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখাচ্ছে বিজেপি ।কিন্তু মানুষ তো এত বোকা নন,তারা তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে সব কিছু বিচার বিবেচনা করছে ।কে ভালো কে খারাপ সেটা বোঝার ক্ষমতা বাংলার মানুষের আছে ।তাছাড়া একশো দিনের কাজ পাওয়া তো মানুষের আইনি অধিকার ।জোর করে কি মানুষের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ? দুর্নীতির ধুয়ো তুলে দীর্ঘদিন ধরে কি এভাবে একশো দিনের কাজ বন্ধ রাখতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ? এটা তো কোনো দয়ার দান নয়, মানুষের ন্যায্য আইনি অধিকার ।আর এই অধিকার থেকে মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ।বলা হচ্ছে রাজ্যে একশো দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে ।কিন্তু মুখে বললেই তো হবে না,প্রমাণ তো দিতে হবে ।রাজ্যে তো একশো দিনের কাজ পরিদর্শনের জন্য অনেক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এল,কিন্তু একশো দিনের কাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ক'টা ? ক'জনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে ? একশো দিনের কাজে দুর্নীতির দায়ে ক'টা প্রধান জেলে আছেন ? যারা দুর্নীতি করেছে তাদের শাস্তি হচ্ছে কোথায় ? কাজ না পেয়ে শাস্তি তো পাচ্ছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ।দুর্নীতির ধুয়ো তুলে গরীবের পেটে লাথি মেরে এভাবে কি রাজ্যের হকের টাকা আটকে রাখা যায় ? অনেকেই বলাবলি করছেন,একশো দিনের কাজে কারো বিরুদ্ধে যদি নির্দিষ্ট ভাবে দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নিক কেন্দ্রীয় সরকার ।কিন্তু তা না করে গরীবের পেটে লাথি মেরে এখন দুয়ারে দুয়ারে ভোট চাইতে এলে হবে ? রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ ভালো ভাবে দেখছে না রাজ্যের মানুষ ।তাই ভোটের সময় বিজেপি যতই প্রতিশ্রুতি দিক তাদের মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজবে বলে মনে হয় না ।অন্যদিকে রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকারও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। তাদের বিরুদ্ধেও ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে ।তার ওপর আবার আছে আলু চাষীদের ক্ষোভ ।তাই এবারে ভোটের অঙ্কটা খুব সহজ নয় ।ময়দানে আছে সিপিএম, আইএসএফ, কংগ্রেস,তৃণমূল, বিজেপি সহ বাম শরিকেরা। কেউই বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি মাটি ছাড়তে রাজি নয় ।তার ওপর আবার এসআইআরের ফলে ভোটার লিস্টে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশানে থাকা লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটার বাদ। তাই ভোট কাটাকুটির খেলায় জিতবে কে সেটাই এখন দেখার।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

চাল আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার,বলছেন অনেকেই।

● ভোটের মুখে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন সুরেশ সাউ ।রবিবার অভিষেক ব্যানার্জির হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন চুঁচুড়ার দাপুটে বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ।

● ক্ষমতায় এলে স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ মেনে রাজ্যে উৎপন্ন কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে লিবারেশন।

● সত্যাসত্য যাই হোক না কেন,মুসলিম সমাজের মসীহা সাজতে গিয়ে হুমায়ূন কবীর যেভাবে ফেঁসেছেন এখন তার ল্যাজেগোবরে অবস্থা,ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'র মতো আর কি !

● লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র অজুহাতে আন্ডার অ্যাডজুডিকেশানে থাকা লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারকে বাদ দিয়ে যেভাবে ভোটের তোড়জোড় শুরু হয়েছে তা ভোটের নামে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

● "সবই তো পাচ্ছি,আবার কি বাকি আছে", তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে অকপটে স্বীকার করছেন ধনেখালি এলাকার মানুষজন। মামুদপুর এবং ঘনরাজপুর এলাকায় ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্রের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি নির্বাচনী প্রচার করছিলেন ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সৌমেন ঘোষ,তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানোর আগেই ব্লক সভাপতির মুখের ওপর এক বৃদ্ধা বললেন,"সবই তো পাচ্ছি,আবার কি বাকি আছে।"

● অনেকেই এখন পাঁচিলে উঠে জল মাপতে শুরু করেছে। জল কোন্ দিকে গড়ায় সেদিকেই তাদের নজর। সব রাজনৈতিক দলেরই উচিত এই সব সুবিধাভোগী মানুষদের থেকে সাবধান থাকা।

● জটিল আর্বতে ঘুরপাক খাচ্ছে এবারের নির্বাচন। সব কিছু অনুমান ঘেঁটে ঘ করে দিয়েছে এসআইআর। আত্মসন্তুষ্টির কোনো জায়গা নেই। কাল হতে পারে আল টপকা মন্তব্য।

● ক্ষমতায় এলে সব দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি মাসে ৬০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে,সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প, ইস্তেহার প্রকাশ করে ঘোষণা করল বামফ্রন্ট।

● ক্ষমতায় এলে প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা হবে,ইস্তেহার প্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি দিল বামফ্রন্ট।

● মা ভোটার মেয়ে বাদ,মেয়ে ভোটার মা বাদ,বাবা ভোটার ছেলে বাদ,ছেলে ভোটার বাবা বাদ,দাদা ভোটার ভাই বাদ,ভাই ভোটার দাদা বাদ ! এসআই আরের নামে এসব হচ্ছে টা কী ?

● আন্ডার অ্যাডজুডিকেশানে থাকা বাবা ও দুই ছেলের মধ্যে বাবা এবং ছোট ছেলের নাম ভোটার লিস্টে থেকে গেল,আর বড় ছেলের নাম বাদ ।এসআই আরের নামে এসব হচ্ছে টা কী ?

● এসআইআর ইস্যুতে বিজেপির পাশাপাশি এবার তৃণমূলের দিক থেকেও মুখ ফেরাচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশ। বিজেপির জুজু দেখিয়ে অধিকাংশ সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের ঝুলিতে টানতে সমর্থ হবে না তৃণমূল।

● দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ শান্তি পূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন করতেই পারে ।কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আন্দোলন কখনোই যেন হিংসাত্মক না হয়। কারো প্ররোচনায় পা দেবেন না।

(প্রথম পাতার পর)

মানুষের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার

টাকা বাড়ানো যায় কিনা তা আমাদের লক্ষ্য থাকবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন কলকারখানা তৈরি করা,নতুন প্রজন্ম যারা লেখাপড়া শিখছে তাদের কাজের দরকার। সেই কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে ।কৃষি ভিত্তিক শিল্প তৈরি করতে হবে এবং কৃষিজাত পণ্য আলু,ধান এর বাড়তি লাভ যাতে মানুষ পায় তার চেষ্টা করতে হবে।" তিনি আরও বলেন,"মানুষের গণতন্ত্রকে রক্ষা করা, জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম কমানো এবং নতুন নতুন কলকারখানা তৈরি করার প্রকল্প হাতে নিতে হবে ।একশো ইউনিট বিদ্যুৎ বিনা পয়সায় দেওয়া হবে এবং দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করলে অর্ধেক টাকা দিতে হবে ।আমরা কোনো কিছু বাতিল করবো না, যাতে বাড়তি কিছু পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করবো।" রাজ্যে ক্ষমতায় এলে দু'দলের ঝগড়া আর টাকা খাওয়াখায়ির ফলে বন্ধ হয়ে যাওয়া একশো দিনের কাজকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে বলে জানান জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আইএসএফ সমর্থিত প্রার্থী সমর হাজরা। খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান,"জেতার ব্যাপারে আমি একশো শতাংশ আশাবাদী। আমি জামালপুর কেন্দ্র থেকে জিতবই।"

(প্রথম পাতার পর)

১০ টি অঙ্গীকার নিয়ে

করা হবে,ধনেখালি বিধানসভা এলাকার সেচ নালা আধুনিকীকরণ করা হবে,ধনেখালি তাঁত শিল্পীদের জন্য ডিজাইন এবং ডিজিটাল মার্কেটিং প্রশিক্ষণের কেন্দ্র স্থাপন করা হবে,ধনেখালি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ব্লাড ব্যাংক ও ডায়ালাইসিস ইউনিটের সুবিধা চালু করা হবে,গুড়াপে একটি নতুন বাস টার্মিনাল স্থাপন করা হবে ।এছাড়াও নির্বাচনে জিতলে সমগ্র ধনেখালি বিধানসভা এলাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে বলেও জানান ধনেখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসীমা পাত্র।

This newspaper is published by Israil Mallick from Vill - Mathurapur,P.O - Shiptai,P.S - Jamalpur,Dist - Purba Bardhaman,Pin - 712308,State - West Bengal on behalf of Israil Mallick, edited by Israil Mallick and printed by Mita Dutta at Barsha offset and printing press, Holding no.138/A,5 No. Ichlabad,Palpara, Burdwan,Purba Bardhaman,West Bengal - 713103